Crack Vocab

Delhi and Berlin seek common ground

INDIA AND Germany may differ on several issues, not least in their respective approaches to Russia in the wake of its 2022 invasion of Ukraine. Yet amid the geopolitical disruptions unleashed by the American president nearly a year into his tenure, both New Delhi and Berlin recognise the need to find common ground. For Germany, the challenges range from phasing out its energy dependence on Russia to the US role in Europe's security architecture vis-à-vis Ukraine. India, meanwhile, has to contend with high US tariffs, sustained Western pressure to curb its purchase of Russian oil, and the problems posed by China in the neighbourhood and with respect to critical minerals and supply chains. Against this backdrop, German Chancellor Friedrich Merz's visit to India this week, his first official trip to Asia, and the agreements signed during his bilateral meeting with Prime Minister Narendra Modi highlight the importance both countries attach to the strategic partnership.

Germany is India's largest trading partner within the European Union but its trade volume with China is at least five times larger. In their joint statement, PM Modi and Chancellor Merz reiterated their support for concluding the India-EU Free Trade Agreement at the upcoming EU-India Summit to be held on January 27. With an India-US trade deal still uncertain, an India-EU FTA would strengthen India's diversification and strategic depth across supply chains, services, the green transition and technology transfers. The joint statement also sets out, in detail, plans to deepen defence and security cooperation between the two countries. The timing could hardly be more consequential: Faced with an emboldened Vladimir Putin, Merz has pledged to make Germany Europe's dominant military power, while India confronts terrorism and the China-Pakistan bloc. Another challenge for India is the follow-up. For example, a deal with the Germany company Thyssenkrupp for six diesel submarines with air-independent propulsion has been plagued with delays.

Strengthening people-to-people ties was also a key focus of the Modi-Merz meeting, particularly in the area of skilled labour mobility, given Germany's labour shortage and rising demand for healthcare professionals amid a shrinking workforce and ageing population. In this context, the Joint Declaration of Intent on the Global Skills Partnership is a welcome development. At a time when the US is increasingly tightening even legal pathways for skilled immigration, Germany — along with other EU countries — offers an attractive alternative. It is clear that India and Germany are determined to deepen their partnership, even as differences over Russia persist. The real test, however, will be implementing what is on paper effectively.

The Indian **EXPRESS**

- *Geopolitical: Relating to the link between international politics and the geography of a region.*
- *Disruptions: Disturbance or problems which interrupt an event, activity, or process.*
- *Tenure: The period of time during which someone holds an important job or office.*
- *Architecture: In this context, the complex structure or system of security and defense.*
- *Vis-à-vis: In relation to or in comparison with.*
- *Contend: To struggle or deal with a difficult situation or opposition.*
- *Tariffs: Taxes or duties to be paid on a particular class of imports or exports.*
- *Sustained: Continuing for an extended period without interruption.*
- *Bilateral: An agreement or discussion involving two different countries or parties.*
- *Strategic: Relating to the identification of long-term goals and the means to achieve them.*
- *Reiterated: To say something again or a number of times, typically for emphasis.*
- *Diversification: The process of a country enlarging or varying its range of products or partners.*
- *Consequential: Following as a result or effect; also meaning very important.*
- *Emboldened: Given the courage or confidence to do something or behave in a certain way.*
- *Dominant: Most important, powerful, or influential.*
- *Plagued: To be continually troubled or distressed by something.*
- *Propulsion: The action of driving or pushing forward an object like a submarine.*
- *Mobility: The ability to move between different countries for work or living.*
- *Alternative: One of two or more available possibilities.*
- *Implementing: Putting a decision, plan, or agreement into official effect.*

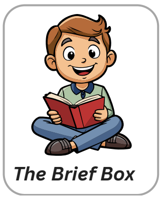

Strengthening the Strategic Bond Between India and Germany

Even though India and Germany have different views on some global issues, such as the war in Ukraine, both countries are working hard to become closer partners. Recently, German Chancellor Friedrich Merz visited India to meet with Prime Minister Narendra Modi. They discussed important goals, like finishing a Free Trade Agreement between India and the European Union by late January.

Both nations face similar challenges, including difficult trade relations with the US and the growing influence of China. To help each other, they plan to cooperate more on military defense, green energy, and technology. A very important part of their meeting was a new agreement to help Indian skilled workers, like healthcare professionals, move to Germany to work. This is helpful because Germany has a labor shortage while the US is making it harder for people to immigrate. Overall, while they may not agree on everything, both countries believe that working together is the best way to handle modern global problems.

Crack Descriptive with CrackEx

CLERKSHIP MAINS SPECIAL

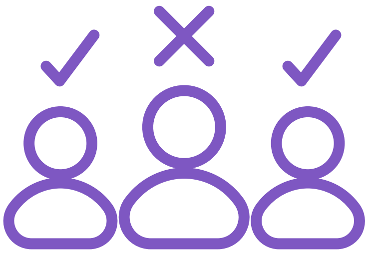

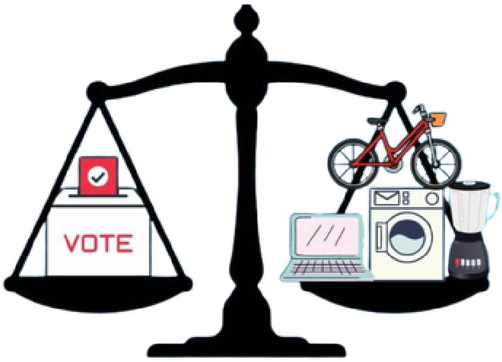

WBCS MISCELLANEOUS CLERKSHIP, WBP SI

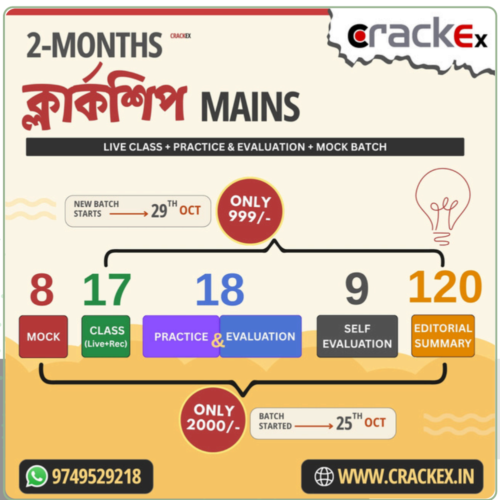

বৈষম্যের বিষফল

নির্বাচন কমিশন যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) চালাচ্ছে তাতে ভোটার তালিকায় লিঙ্গবৈষম্য প্রকট হচ্ছে কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ ঘনিয়েছিল গোড়াতেই। বিহারে এসআইআর-এর প্রথম পর্বে ধরা পড়েছিল যে, কমিশনের শর্তগুলি পূরণ করা মেয়েদের পক্ষে দুঃসাধ্য। দ্বিতীয় পর্বে আরও নানা রাজ্যের থেকে যে পরিসংখ্যান উঠে এসেছে, তাতে সেই আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, রাজস্থান, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত ও তামিলনাড়ু, কেবল এই ছ'টি রাজ্যেই অন্তত তেইশ লক্ষ মহিলা বাদ পড়েছেন, যাঁরা আগে ভোটার তালিকায় ছিলেন। এর ফলে ভোটার তালিকায় পুরুষের অনুপাতে মহিলা কমেছে। আগে এই ছ'টি রাজ্যের ভোটার তালিকায় প্রতি হাজার পুরুষ-পিছু ৯৭৯ মহিলা ছিলেন, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ৯৬৩ মহিলা। গুজরাত, পশ্চিমবঙ্গ এবং রাজস্থান, এই তিনটি রাজ্যের প্রতিটিতে পাঁচ লক্ষেরও বেশি মহিলাকে বাদ দিয়েছে এসআইআর। এমনকি যে দু'টি রাজ্যে ভোটার তালিকায় মেয়েদের অনুপাত ছিল বেশি, সেই কেরল এবং তামিলনাড়ুতেও লক্ষাধিক মহিলা বাদ পড়েছেন। উত্তরপ্রদেশের তথ্য এলে পুরুষ-মহিলার সংখ্যায় ফারাক আরও বড় হবে, সে সম্ভাবনা যথেষ্ট। এই কি সংশোধনের পথ? এই মেয়েদের বিপুলতর অংশই যে প্রকৃতপক্ষে ভারতের নাগরিক, তাঁদের ভোটাধিকার খারিজ করলে যে তাঁদের প্রতি অন্যায় করা হয়, তা কি নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকার আদৌ মানছে? এর দ্বারা রাষ্ট্র কি এক বৃহত্তর সামাজিক অন্যায়ের অংশীদার ও সমর্থক হয়ে উঠছে না? মেয়েদের স্কুল পাশের নথি, জমির মালিকানার নথি প্রভৃতি না-থাকার শাস্তি মেয়েদেরই দিচ্ছে রাষ্ট্র। দ্বিগুণ অন্যায়ের ক্ষত বইছেন মেয়েরা।

ইতিহাসের নিরিখে দেখলে, ভারতে নারী অধিকারের সুরক্ষার ক্ষেত্রে এসআইআর যেন রাষ্ট্রের এক বিপরীতমুখী অবস্থান। নবজাগরণের ঊষালগ্ন থেকে দেখা যায়, মেয়েদের প্রতি সমাজ ও পরিবারের বৈষম্য ও বঞ্চনার প্রতিকারের জন্য সরকারের দ্বারস্থ হয়েছেন সংস্কারপন্থীরা। বিধবা হিন্দু মেয়েদের জীবনের অধিকার, মেয়েদের শিক্ষার অধিকার, নাবালিকা-বিবাহ প্রতিরোধ, বিবাহিত মেয়েদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার— প্রতিটি বিষয়ে সমাজের মূলধারার মতের বিপরীতে গিয়ে সরকার আইন করেছে। লিঙ্গ-অসাম্যে দূষিত এক সমাজে দাঁড়িয়ে ভারতের সংবিধান সাম্যের অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে ঘোষণা করেছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সংসদ অবধি মেয়েদের জন্য আসন সংরক্ষণ রাজনীতিতে সেই সমতা আনার রাষ্ট্রীয় প্রয়াস। এমন নয় যে মেয়েদের প্রতি হিংসা, বঞ্চনার ধারাকে প্রশাসন প্রশ্রয় দেয়নি। তা করা হয়েছে নিষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে— আইনকে অকেজো রেখে, বিচারে বিলম্ব করে, অপরাধীকে প্রশ্রয় দিয়ে। আইন মেয়েদের জন্য যে দরজা খুলেছে, তা বন্ধ করেছে প্রশাসনিক শিথিলতা, দলীয় রাজনীতির দাদাগিরি, সমাজ-পরিবারের সাবেকিয়ানা।

এসআইআর-এ রাষ্ট্রের স্বনির্মিত এক প্রক্রিয়ার অতি-সক্রিয়তায় বিপন্ন হচ্ছেন মেয়েরা। দুঃস্থ, স্বল্পশিক্ষিত, পরিবার-উপেক্ষিত মেয়েদের সক্ষমতা তৈরির পরিবর্তে তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে, তাঁদের 'অ-নাগরিক' বানাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। একেই তো কন্যাসন্তানের প্রতি বিরূপতার জন্য ভারতের জনসংখ্যায় মেয়েদের অনুপাত কম। তদুপরি জনসংখ্যায় প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের চাইতেও ভোটার তালিকায় মেয়েদের উপস্থিতি কম। এত বৈষম্য সত্ত্বেও গত কয়েক দশকে মেয়েরা ভোটদাতা হিসেবে নিজেদের পরিচিতি তৈরি করেছিলেন, নির্বাচনী ফলকে প্রভাবিত করেছিলেন। যার ফলে প্রায় প্রতিটি শাসক দল মেয়েদের জন্য বিশেষ প্রকল্প, সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি মহিলা সদস্য বাড়াতে তৎপর হয়েছে। মেয়েদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তিকে খর্ব করে দিল এসআইআর।